65

দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

যেখানে-সেখানে কলেজ প্রতিষ্ঠা

শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। দেশের যেখানে-সেখানে বেসরকারীভাবে কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। মহানগরী ঢাকাতেও এ ধরনের কয়েকটি কলেজের অস্তিত্বের খবর ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। নাটোর থেকে দৈনিক বাংলার নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন যে, গত দু'বছরে সেখানেও বেসরকারীভাবে ৩৬টি কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সবগুলোই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে। এগুলোর মধ্যে ৩০টির কোন পাকা ভবন নেই। টিনের চালার ঘরে, বৈদ্যুতিক পাখাবিহীন কক্ষে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করতে হয়। এসব কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, বিজ্ঞান গবেষণাগার, সরঞ্জাম, পাঠাগার ও খেলার মাঠ নেই। অধিকাংশ কলেজেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা একশত জনের বেশী নয়।

নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য যে সরকারী নিয়মকানুন রয়েছে, উল্লিখিত কলেজগুলোতে তা না মেনেই সেগুলোর সরকারী অনুমোদন লাভের চেষ্টা করা হচ্ছে। এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উৎকোচও দেয়া হচ্ছে মোটা অংকের।

বেআইনীভাবে কলেজ বা অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন অভিপ্রেত নয়। দেশে জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। প্রতিবছরই আগের বছরের তুলনায় অনেক বেশী ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছে। এদের বিপুল অংশই গ্রামের। এদের অনেকের পক্ষেই শহরে কিংবা অন্য কোথাও গিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। এই অবস্থায় আরো অনেক কলেজ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু, কলেজ স্থাপনের সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন আছে। তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে।

বস্তুত, এসব নিয়মকানুন মেনে চলা হচ্ছে না নাটোরে সম্প্রতি স্থাপিত বেসরকারী কলেজগুলোতে এবং দেশের অন্যান্য স্থানে একইভাবে স্থাপিত কলেজগুলোতে। সমস্যাটা এখানেই। আদতে শিক্ষাদান নয়, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করাই হচ্ছে এ ধরনের কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। এটা অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মত কিন্ডারগার্টেন স্কুল প্রতিষ্ঠার মত। কেননা, অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেন স্কুলই স্থাপন করা হয় ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যেই।

শিক্ষা নিয়ে বেসাতি করার এই প্রবণতা অবিলম্বে রোধ করা প্রয়োজন। অন্যথায় এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মারাত্মক সমস্যায় পড়তে হবে।